মর্ম্মবেদনা

যেদিন এই "আঁধারে আলো" নাটকখানির মহলা সুরু হয়—সেদিন আমার মানসিক অশান্তির সীমা ছিল না। হঠাৎ শুনি—আমার প্রাণাধিক কনিষ্ঠ-সহোদর শ্রীমান্ স্বদেশরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতার কোনো রাস্তায় রিভলভার-হাতে ধরা পড়েছে। শ্রীমানের বয়স মাত্র অষ্টাদশ বৎসর এবং সে রুগ্ন ও স্বাস্থ্যহীন।

আমি একজন দুর্ব্বলচিত্ত সাহিত্যসেবী। আমার ভ্রাতারাও শান্তিপূর্ণ গার্হস্থ্য-জীবন যাপন করেন। আমাদেরই কোলের মধ্যে যে এরূপ একটি হিংসার অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ প্রধূমিত হ'য়ে উঠ্‌তে পারে, একথা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। হায়—কী দুর্ব্বুদ্ধির জন্য আজ সে কারা-ক্লেশ সহ্য করছে!

স্বদেশ অতি বিনীত—ও সচ্চরিত্র! সে কখনো আমাদের চোখের দিকে চেয়েও কথা বল্‌তো না। জানি না এ কোন শিক্ষা ও সভ্যতা—যার আবহাওয়ায়—অতি দুগ্ধপোষ্য বালকও আজ দুর্ব্বিনীত ও হিংস্র হয়ে উঠ্‌ছে! আমরা তো শান্তিকামী, এবং হিংসা-প্রবৃত্তিকে অন্তরের সঙ্গেই ঘৃণা করি—তবু আমাদের এ মর্ম্মবেদনা কেন?"

আমাদের বিধবা-মা আজ বিকৃত-মস্তিষ্ক। তিনি শুধু নিরম্বু উপবাসী থেকে শিব-পূজা নিয়ে প'ড়ে আছেন, আর চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন—জানিনা দেশের এ অশিব কতদিনে দূর হবে।

"আঁধারে আলো'র প্রযোজনা-বিষয়ে নাট্যকার হিসাবে আমার যতটুকু সহায়তা করা উচিত ছিল, তার কিছুই আমি করতে পারিনি। "আঁধারে আলো" যদি নাট্যামোদী দর্শকগণকে তৃপ্তিদান করে থাকে—তবে সে সাফল্যের ষোল-আনা প্রশংসাই প্রবোধবাবুর প্রাপ্য।

যে সকল সুপ্রসিদ্ধ নট-নটী আমার "আঁধারে আলো"কে উদ্ভাসিত করেছেন—তাঁদের সবাইকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সুগায়ক রাধাচরণবাবু আমার গানগুলিতে সুমধুর সুর-সংযোগ করে গানের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন—সেজন্য তাঁকেও ধন্যবাদ! ইতি—

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়।

পরিচয়।

(পাত্র)

রায়সাহেব নৃত্যহরি বন্দোপাধ্যায়		কোনো ধনাঢ্য— কলিয়ারী প্রোপ্রাইটার।
মৃণ্ময়		রায়সাহেবের পুত্র।
সুনীল	...	„ জামাতা।
শান্তিরাম	...	জনৈক সরলবুদ্ধি পল্লীবাসী
অমল	...	সুনীলের পুত্র।
মার্কণ্ড		রায়সাহেবের পুত্র

(পাত্রী)

রঙ্গিনী	...	কোন গৃহত্যাগিনী ভদ্রমহিলা
সুলতা	...	রঙ্গিনীর কন্যা।
ইন্দু	...	রায়সাহেবের কন্যা।
মানিনী	...	রঙ্গিনীর পালিতা বেশ্যা।